যুগান্তর

তারিখ 28 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

২০১৮-তে এসএসসি এইচএসসি পরীক্ষা অভিন্ন প্রশ্নপত্রে

যুগান্তর রিপোর্ট

অভিন্ন প্রশ্নপত্রের যুগে আবারও ফিরে যাচ্ছে দেশ। আগামী বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা সারা দেশে একই প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত হবে। বুধবার এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, দুটি কারণে সরকার সারা দেশে একই প্রশ্নের এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

২০১৮-তে এসএসসি এইচএসসি পরীক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নিয়েছে। তা হচ্ছে— ফলাফলে তারতম্য নিরসন এবং উচ্চশিক্ষায় ভর্তিচ্ছুদের সমসুযোগ সৃষ্টি। প্রশ্ন ফাঁস রোধে ২০১৫ সাল থেকে এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষা বোর্ডভিত্তিক আলাদা প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ২০১৪ সালের এইচএসসি প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা তদন্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সচিব (তখন অতিরিক্ত সচিব) সোহরাব হোসাইনকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তার কমিটিই প্রশ্ন ফাঁস রোধে যেসব সুপারিশ করেছে, তার একটি ছিল প্রত্যেক বোর্ডে আলাদা প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়া। এতে এক বোর্ডের প্রশ্ন ফাঁস হলে সব বোর্ডের পরীক্ষা স্থগিত হবে না। এর আগে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বোর্ডভিত্তিক আলাদা প্রশ্নে পরীক্ষা হতো। বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দলের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে তখন সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়ার সুফলই বেশি। আমরা মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পেয়েছি। সে অনুযায়ী ২০১৮ সালের এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষা অভিন্ন প্রশ্নে নেয়া হবে। আমরা এর প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেছি। শিগগিরই সব বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকদের সমন্বিত বৈঠক ডেকে বাকি কাজও সম্পন্ন করা হবে। বিভিন্ন বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২০১৫ সালে বোর্ডভিত্তিক আলাদা প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া শুরু হলে এসএসসিতে বাংলা-ইংরেজিসহ ১২টি বিষয়ের প্রশ্ন আলাদা হতো। কম গুরুত্বপূর্ণ বাকি প্রশ্নপত্র সব বোর্ডে অভিন্নই ছাপানো হতো। এইচএসসিতেও বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞানের চারটি বিষয়সহ যেসব প্রশ্ন ফাঁসের আশঙ্কা বেশি— সেগুলো বোর্ডভিত্তিক আলাদা হতো। এখন অভিন্ন প্রশ্নেই পরীক্ষা হবে। মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, বাস্তব প্রয়োজনে অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত হলেও এর ঝুঁকিগুলো বিবেচনায় আছে। সেগুলো চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে বোর্ডগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম ম্যানেজার	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর